যায়যায়দিন

তারিখ ... 2-JUL-2008

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগে অন্তর্কোন্দল চরমে

টাকা আর আঞ্চলিকতার হিসাবে আটকে আছে হল কমিটি গঠন

ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হওয়ার দুবছর পর সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার হল কমিটি ঘোষণা বারবারই আটকে যাচ্ছে। কিন্তু প্রার্থীদের অন্তর্কোন্দল, নেতাদের স্বজনপ্রীতি এবং আর্থিক লেনদেনের কারণে হল কমিটি ঘোষণা বিলম্বিত হচ্ছে বলে জানা গেছে।

আর ছাত্রলীগের হল কমিটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করেও গত কয়েক দিনে বিভিন্ন হলে ক্যাডারদের মহড়া বেড়েছে। এতে যে কোনো মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা রয়েছে।

সূত্রমতে, যোগ্যতা নেই এমন প্রার্থীকে মোটা অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে কমিটিতে পদ দিতে তোড়জোড় চলছে। কমিটিতে পছন্দের পদ পেতে প্রার্থীরাও কেন্দ্রীয় নেতাদের অর্থ প্রদানে উৎসাহী হচ্ছেন। এরই সঙ্গে চলছে কেন্দ্রীয় নেতাদের পছন্দের প্রার্থীদের পদ দেয়ার জোর চেষ্টা। তাই টাকার কাছে অনেক যোগ্য প্রার্থী হেরে যেতে পারেন- এমন ধারণা করছে ছাত্রলীগের অনেকে।

প১৫>>ক৩

টাকা আর আঞ্চলিকতার হিসাবে আটকে আছে

(শেষ:পৃষ্ঠার পর)

২০০৬ সালে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হওয়ার সময় থেকেই টাকা লেনদেনের অভিযোগ ছিল। সে ধারা এখনো চলছে, এ অভিমত খোদ, নেতাকর্মীদেরই। পাশাপাশি চলছে আঞ্চলিক প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া। কেন্দ্রীয় কয়েক নেতা আঞ্চলিক কয়েকটি গ্রুপের নেতৃত্ব দিয়ে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে কমিটিতে আনার চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে। এসব কারণে গত এক বছর ধরে শুধু পিছিয়েই যাচ্ছে হল কমিটি দেয়ার তারিখ। হল কমিটির নেতাকর্মীদের মধ্যেও এ নিয়ে বিরাজ করছে ক্ষোভ।

জানা গেছে, ছয় বছরে ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল শাখার কমিটি গঠন হয়নি। বর্তমান হল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীরা সম্মেলনের মাধ্যমে হলগুলোতে কমিটি গঠনের দাবি জানিয়ে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে।' তাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় অনেক নেতাকর্মীও একমত পোষণ করেছেন।

শীর্ষনেতারাও বলছেন, কয়েকদিনের মধ্যেই কমিটি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সে 'কয়েকদিন' আর আসছে না। হল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মতে, সম্মেলনের মাধ্যমে হলে কমিটি গঠন করা না হলে অঞ্চলভিত্তিক রাজনীতির কারণে যোগ্য প্রার্থীরা বাদ পড়তে পারেন। এটা সংগঠনের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। টাকার লেনদেনের বিষয়টিও তাদের বর্তমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। টাকার মাধ্যমে কমিটি হলে তারা সেটি কিছুতেই মেনে নেবেন না বলে জানিয়েছেন।

আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সোহেল রানা টিপু বলেন, এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে উঠে যোগ্য প্রার্থী দিয়ে কমিটি গঠন করা হবে। সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বলেন, আর্থিক লেনদেনের প্রশ্নই ওঠে না।

জানা গেছে, শিগগির কমিটি না হলে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণাসহ কমিটির দাবিতে অনশন, সংগঠনের কর্মসূচি বর্জনসহ আন্দোলনে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন নেতাকর্মীরা। এরই মধ্যে রবিবার রাতে ক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা ধানমণ্ডির আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এসব ঘটনায় সাধারণ নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। যোগ্য নয় এমন কাউকে হল কমিটিতে রাখা হলে ক্যাম্পাসে বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন নেতাকর্মীরা।

আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির শীর্ষনেতারা ছাড়াও গত কেন্দ্রীয় কমিটির উত্তরবঙ্গের এক প্রভাবশালী নেতা, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাবেক এক নেতাসহ আরো অনেকে এর সঙ্গে যুক্ত। শীর্ষনেতারা হাজী মুহম্মদ মহসীন হলের এক প্রার্থীর কাছ থেকে এরই মধ্যে লাখখানেক টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নেতাকর্মীরা। আর ওই প্রার্থীর ছাত্রত্বই নেই বলে অভিযোগ করেছেন তার সহপাঠী দলের কর্মীরা।

অন্যদিকে এস এম হলেরও অন্য এক প্রার্থীর কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এক নেতার নিয়মিত লেনদেন হচ্ছে বলে ক্যাম্পাসের নেতাকর্মীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠেছে। এসব ঘটনার ঊর্ধ্বে উঠে হল কমিটি দিতে না পারলে মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীরা তা প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন। তেমন কমিটি হলে তারাও পাল্টা কমিটি দেবেন বলে হুমকি দিয়েছেন।

ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আঞ্চলিকতার হিসাব মেলাতে না পারার কারণেই মূলত কমিটি হচ্ছে না। অথচ গত এপ্রিলে ডাকসুতে এক সংবাদ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক সপ্তাহের মধ্যে কমিটি দেয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেটি কোন সপ্তাহের পরের সপ্তাহ- এমন তীর্যক মন্তব্যও করছেন বিশ্ববিদ্যালয় হল শাখার নেতারা।

প্রসঙ্গত, ২০০২ সালের এপ্রিলে হল শাখার কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ওই কমিটির মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে পাঁচ বছর আগে। ২০০২ সালে হল কমিটি গঠনের সময় বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন দেলোয়ার হোসেন ও হেমায়েত উদ্দিন হিমু। কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন লিয়াকত শিকদার ও নজরুল ইসলাম বাবু। দুই বছরমেয়াদি কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ শেষ হয় ২০০৪ সালে। সে কমিটিও গঠন হয়নি দীর্ঘদিন। পরে মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীদের চাপের মুখে ২০০৬ সালের এপ্রিলে কেন্দ্রীয় ও অক্টোবরে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিগুলোর মেয়াদও শেষ হয়েছে। নতুন কমিটির মেয়াদ পার হয়ে গেলেও ২০০২ সালের পর হল শাখায় নতুন করে কোনো কমিটি আর গঠন হয়নি।